দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 1 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

25

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

মোহাম্মদ ইলিয়াছ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমাদের দেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টা চলছে। যদিওবা দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রেক্ষাপটে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করা সম্ভ নয়। তবুও সরকার ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছে ১ মে '৯২ থেকে এ শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয়েছে এবং ১৭ মে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ শুরু হয়েছে। এবারের শিক্ষা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য নারী শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সমস্যা ও সমাধান। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬৪টি উপজেলাকে এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে এবং বাকী উপজেলাগুলোতে পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ৬৪টি উপজেলার ১১ হাজার ৫শ' ৯১টি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাতমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম বলে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেয়। এমনকি ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত যাবতীয় বইগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী বয়সের শতকরা ৩০ ভাগ শিশুই কোন বিদ্যালয়ে যায় না। আর যারা যেতে শুরু করে তাদের এক বিরাট অংশ তৃতীয় শ্রেণীতে উঠার আগেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। বাধ্যতামূলক প্রাথামক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হবে, তারা দায়িত্ব পালন করবে কি-না তা জনমনে প্রশ্নের সঞ্চার সৃষ্টি করেছে। কারণ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে বেতন দিচ্ছে খুব কম। একজন শিক্ষকের বর্তমান বেতন স্কেলে ১৬০০ টাকা যা বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় কিছুই নয়। তবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যারা শিক্ষা দেবেন তাদেরকে সরকারের যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে। না হয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুরুতে শেষ হওয়ার উপক্রম হবে। আর যদি শিক্ষা দান পদ্ধতি শুরুতে ভালভাবে না হয়, তাহলে এই শিক্ষা দান পদ্ধতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হিসেবে পরিণত হবে। তা ছাড়াও স্কুল ঘরের অপর্যাপ্ততার অভাবেও এই শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে দাঁড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জানুয়ারী মাস আসলে দেখা যায় কোন অভিভাবকেরই চোখের ঘুম থাকে না।

যা হোক, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন তা যুগোপযোগী পদক্ষেপ বলা যায়। এভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রকৃত অর্থে সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন আইনগত পদক্ষেপও সরকার হাতে নিয়েছেন— এ প্রসঙ্গে আমাদের একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে শুধু আইনগত পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়। এ কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠু পরিচালনার আওতায় অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যেতে পারে এবং কোনক্রমেই বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সরকারের প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে আমাদের সকলেরই সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।